দেশের বৃহত্তম সিটি করপোরেশন গাজীপুর

এক যুগের বেশি সময়েও গড়ে ওঠেনি ন্যূনতম অবকাঠামো মৌলিক নাগরিক সেবা

একটি আধুনিক শহরে উন্নত সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্মুক্ত পার্ক, খেলার মাঠ ও বিনোদনকেন্দ্র নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু নগরবাসীর এ মৌলিক সেবা নিয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি গাজীপুর সিটি করপোরেশন। এছাড়া শিল্পপ্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ১৩ বছরে বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও চালু করতে পারেনি সংস্থাটি ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

আল ফাতাহ মামুন ও মো. হাজিনুর রহমান শাহীন ■

দেশের বৃহত্তম সিটি করপোরেশন হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক)। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ন্যূনতম অবকাঠামো এবং মৌলিক নাগরিক সেবা গড়ে ওঠেনি শিল্প অধ্যুষিত এ এলাকায়। বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা, ডেঙ্গুর প্রকোপ, খানাখন্দে ভরা সড়ক, ফুটপাত দখল, তীব্র যানজট, দুর্বল ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অপর্যাপ্ত গণপরিসর ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে ক্রমেই ভোগান্তির নগরীতে পরিণত হয়েছে এ সিটি করপোরেশন।

নগরবাসীর অভিযোগ, সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় যে ধরনের আধুনিক ও পরিকল্পিত নগর গড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। খণ্ড খণ্ড কিছু উন্নয়ন হলেও সামগ্রিকভাবে নগরীতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং আগের তুলনায় ভোগান্তি বেড়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

টঙ্গী ও গাজীপুর পৌর এলাকা নিয়ে দেশের বৃহত্তম সিটি করপোরেশন হিসেবে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের যাত্রা শুরু হয় ২০১৩ সালের ১৬ জানুয়ারি। ৫৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এ সিটির আয়তন ৩২৯ দশমিক ৫৩ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ।

সংশ্লিষ্টদের মতে, শিল্পপ্রধান এলাকা হওয়ায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়ার কথা ছিল বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। কিন্তু গত ১৩ বছরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক শর্তই পূরণ করতে পারেনি সংস্থাটি। বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ এবং ল্যান্ডফিলে বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ায় পুরো ব্যর্থ গাসিক। ফলে এ সিটি করপোরেশন পরিণত হয়েছে বর্জ্যের নগরীতে।

নগরীর বিভিন্ন সড়ক, মহল্লা পয়েন্ট ঘুরে দেখা যায়, নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য না ফেলা এবং পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাবে বিভিন্ন সড়কসহ খোলা স্থানে ময়লার স্তূপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। এছাড়া অর্ধেকের বেশি ওয়ার্ডেই নেই সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন। এর ফলে গৃহস্থালি ও শিল্প বর্জ্য সড়ক, মহাসড়ক ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী নদী, খাল ও জলাশয়ে। যে কারণে গাজীপুরের নদী-খালের অবস্থাও এখন সংকটাপন্ন। নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

এক যুগের বেশি সময়েও

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও শিল্পায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সড়ক, ড্রেনেজ, পানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হলে গাজীপুরের নাগরিক সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

এর কারণ জানতে চাইলে গাসিকের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. সোহেল রানা বণিক বার্তাকে বলেন, 'গাজীপুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে না ওঠার কারণেই পুরো গাজীপুরের এখন প্রধান সমস্যা নগরীর বর্জ্য। ল্যান্ডফিল নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত জটিলতা ছিল। যান-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও জটিলতা রয়েছে। অনেক ওয়ার্ডে এখনো সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ হয়নি। তবে আশা করছি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সমাধানে আমরা পৌঁছতে পারব।'

এছাড়া গাসিকের অন্যতম প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। অল্প বৃষ্টিতেই টঙ্গী, বোর্ডবাজার, কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, পুবাইলসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক পানিতে তলিয়ে যায়। দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও খাল দখল এর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা।

প্রতিষ্ঠার এক যুগ পেরিয়ে গেলেও নগরবাসীর জন্য একটি আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র, শিশু পার্ক বা গণপরিসর নির্মাণ হয়নি। দ্রুত বর্ধনশীল এ শিল্পনগরীতে বসবাসকারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে অবসর সময় কাটানোর মতো গণপরিসর সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন শুরু থেকেই।

নগরীর একমাত্র বড় উন্মুক্ত স্থান ঐতিহাসিক রাজবাড়ি মাঠও এখন আর সাধারণ মানুষের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত নয়। দীর্ঘদিন ধরে মাঠের একটি বড় অংশ ভাসমান ব্যবসায়ীদের দখলে রয়েছে। আবার বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক সমাবেশ, সরকারি অনুষ্ঠান ও অন্যান্য আয়োজনের জন্য মাঠটি বরাদ্দ থাকায় সাধারণ মানুষ সেখানে অবাধে প্রবেশ বা খেলাধুলার সুযোগ পায় না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রকল্প তালিকায় বড় পরিসরের কোনো শিশু পার্ক বা নগর বিনোদন পার্কের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। নগরসংশ্লিষ্টরা বলছেন, উন্নত ও বাসযোগ্য শহর গড়তে শুধু সগক, বিল্ডিং নির্মাণই যথেষ্ট নয়, নাগরিকদের মানসিক প্রশান্তি ও শিশুদের সুস্থ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদন পার্ক ও উন্মুক্ত সবুজায়নও প্রয়োজন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নগরীতে অসংখ্য সরকারি খাসজমি ও ভাওয়াল রাজ এস্টেটের জমি বছরের পর বছর প্রভাবশালী মহলের দখলে রয়েছে। অনেক জমি লিজ দেয়া হলেও সেগুলোর একটি অংশ জনস্বার্থে বিনোদন কেন্দ্র, শিশু পার্ক বা উন্মুক্ত সবুজায়নে ব্যবহার করা হয়নি। ফলে পরিকল্পিত নগরায়ণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—উন্মুক্ত বিনোদন ক্ষেত্র এখনো অধরাই রয়ে গেছে।

নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, একটি আধুনিক শহরে সড়ক, ড্রেনেজ ও অবকাঠামোর পাশাপাশি উন্মুক্ত পার্ক, খেলার মাঠ ও বিনোদন কেন্দ্র নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অংশ। এগুলো শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, তরুণদের খেলাধুলা এবং প্রবীণদের হাঁটা ও শরীরচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু গাসিক নগরবাসীর এ মৌলিক সেবা নিয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ভাওয়াল রাজদীঘি সংস্কার ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন আন্দোলনের আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন রনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত গাসিকে কোনো শিশু পার্ক বা বিনোদন স্পট গড়ে না ওঠা হতাশাজনক। এখানকার নাগরিকরা উন্মুক্ত জায়গার অভাবে হাঁটাচলাও করতে পারে না। অথচ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অনেক পুকুর, জায়গা অব্যবহৃত ও বেদখল হয়ে পড়ে আছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা সম্প্রতি ঐতিহাসিক ভাওয়াল রাজদীঘি সংস্কারের জন্য একটি উদ্যোগ নিয়েছি। সিটি করপোরেশনের সহায়তায় উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা গেলে নগরবাসীর বিনোদনের সংকট কিছুটা হলেও কমবে।'

প্রতি বছরই করের আওতা ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে নাগরিক সেবার মান এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না গাসিকে। বরং বিপুল রাজস্ব আহরণের বিপরীতে নগরবাসীকে এখনো জলাবদ্ধতা, ভাঙাচোরা সড়ক, অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের মতো দীর্ঘদিনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, প্রতি পাঁচ বছর পরপর হোল্ডিং কর পুনর্মূল্যায়ন (রিভিউ) করা হয়। একই সঙ্গে নতুন নতুন হোল্ডিং করের আওতায় আসায় প্রতি বছরই রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নাগরিক সেবার মান সেভাবে বাড়েনি। নগরবাসীর অভিযোগ, অধিক কর পরিশোধ করেও তারা মানসম্মত সড়ক, কার্যকর ড্রেনেজ, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, পর্যাপ্ত স্ট্রিটলাইট এবং পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এখনো গাজীপুর সিটি করপোরেশন এলাকার বিস্তীর্ণ জনপদ পাকা সড়ক ও সড়কবাতির আওতায় আসেনি। এসব এলাকা সিটি করপোরেশনের আওতায় এলেও বাস্তবে এগুলো প্রত্যন্ত গ্রাম হিসেবেই রয়ে গেছে।

বিষয়টি সরকারের চরম অবহেলা বলে মন্তব্য করেছেন ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশের অর্থনীতির অন্যতম লাইফলাইন গাজীপুর সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার এত বছর পরও বর্জ্য, গণপরিসর ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ করতে না পারা বিস্ময়কর ঘটনা। সিটি করপোরেশনের প্রধান কাজই এগুলো। এগুলো করতে না পারলে গাজীপুরকে সিটি ঘোষণা করা হলো কেন—এ প্রশ্ন কেউ করছে না। এমনকি এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষাও নিইনি। গাজীপুরের ব্যর্থতা প্রমাণ হওয়ার পরও নতুন নতুন সিটি করপোরেশন ঘোষণা হয়েছে, যেগুলোর অবস্থাও এমন শোচনীয়। এখন আবার কোথাও কোথাও নতুন সিটি করপোরেশন ঘোষণার কথা শোনা যাচ্ছে। সিটি করপোরেশন হলে জনগণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপা ছাড়া কিছু তো হতে দেখছি না। তাহলে কার স্বার্থে এমন ভঙ্গুর সিটি করপোরেশন অনুমোদন করা হচ্ছে জনগণ জানতে চায়।'

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর অধিকাংশই এখন বেহাল অবস্থায় রয়েছে। কোথাও বড় বড় খানাখন্দ, কোথাও ভাঙাচোরা কার্পেটিং, আবার কোথাও অর্ধসমাপ্ত উন্নয়নকাজ দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নগরবাসীকে। বিশেষ করে কর্মজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, রোগী ও ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ দিন দিন বাড়ছেই।

সংস্থাটির প্রকৌশল শাখার তথ্য অনুযায়ী, সিটি করপোরেশনের আওতায় প্রায় ১ হাজার ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক রয়েছে। বিগত মেয়রের সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংস্কার ও প্রশস্তকরণের কাজ হলেও বর্তমানে নগরের অনেক প্রধান সড়কই আবার চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

নগরীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর একটি জয়দেবপুর-সালনা সড়ক। সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সালনা থেকে জয়দেবপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যুক্ত হওয়া এ সড়কটি চৌরাস্তা এলাকার যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি জেলা সাব-রেজিস্ট্রার (ভূমি রেজিস্ট্রেশন) অফিসে প্রতিদিন শত শত মানুষ এ সড়ক ব্যবহার করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হওয়া গর্ত, ভাঙাচোরা অংশ ও জলাবদ্ধতার কারণে যান চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একইভাবে সালনা থেকে শিমুলতলী পর্যন্ত সড়কের অবস্থাও নাজুক। সড়কটির সংস্কারকাজ শুরু হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিমুলতলী এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজারো শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে চলাচল করছে।

অন্যদিকে ধীরাশ্রম সড়ক, যা জয়দেবপুর শহরকে বনমালা হয়ে টঙ্গী থানা গেট ও স্টেশন রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, সেটিও এখন ভাঙাচোরা। সাবেক মেয়রের সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সড়কটির কিছু অংশ সংস্কার করা হলেও বর্তমানে অনেক স্থানে কার্পেটিং উঠে গেছে এবং বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রতিদিন যানবাহনের গতি কমে যাচ্ছে, বাড়ছে যানজট এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি।

গাজীপুর শহর থেকে পুবাইল পর্যন্ত সড়কের অবস্থাও একই রকম। গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করলেও দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর সংস্কারের উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এছাড়া শিববাড়ি-রাজবাড়ি-হারিণাল সড়ক, শিববাড়ি-শিমুলতলী সড়কসহ নগরের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ভাঙাচোরা ও খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে এসব সড়কের গর্তে পানি জমে থাকায় ছোট যানবাহন ও মোটরসাইকেল চালকদের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনাও।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এসব সড়কের স্থায়ী সংস্কার না হওয়ায় জনভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। তারা দ্রুত টেকসই সংস্কারকাজ শুরু করে নগরের প্রধান সড়কগুলোকে চলাচল উপযোগী করার দাবি জানিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় জর্জরিত গাসিক সমাধানের পথে হাঁটছে বলে মন্তব্য করেছেন সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ তানজিলা খানম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'আমরা এখন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা ওয়েস্ট টু এনার্জিতে যাচ্ছি। আসলে কিছু মানুষ এসটিএস নির্মাণ করতে দিতে চায় না। তাহলে আমরা বর্জ্য নিয়ে যাব কোথায়।'

পাশাপাশি ফুটপাত, হকার ব্যবস্থাপনা ও গণপরিসর নিয়েও গাসিক কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বাইরের দেশে আগে সিটি হয় তারপর মানুষ বসবাস শুরু করে। আর আমাদের দেশে আগে মানুষ বসবাস করতে থাকে, তারপর যখন অনেক মানুষ হয়ে যায়, সেটা সিটি করপোরেশন হিসেবে ঘোষণা করে দেয়। তখন ব্যবস্থাপনা অনেক জটিল হয়ে যায়।'